ভোরের কাগজ

তারিখ ... 25 DEC 2002

উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক

ঢা.বিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে শিবির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। গত সোমবার রাতে ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান মঞ্জু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে দেখা করে ক্যাম্পাসে অন্যান্য সংগঠনের পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চেয়েছে বলে ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢা.বিতে আনুষ্ঠানিকভাবে

● প্রথম পাতার পর

নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েজ ভোরের কাগজকে জানান, শিবিরের নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। তিনি জানান, ক্যাম্পাসে শিবিরের রাজনীতি সক্রিয় করার ব্যাপারে তার সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। ক্যাম্পাসে সক্রিয় সংগঠনগুলো আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। তারই অংশ হিসেবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ এস এম আতিকুর রহমানসহ শিবিরের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে প্রক্টর আতিকুর রহমান বলেন, আমি গত সোমবার উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে দেখতে পাই শিবিরের ৬/৭ জন নেতাকর্মী উপাচার্য স্যারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। আমি শিবিরের নেতাকর্মী উপাচার্যের বাসভবনে যাওয়ার বেশ পরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই।

দীর্ঘ এক দশক পর এই প্রথম ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করলো বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য এক সমাবেশে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জামাতের ছাত্র সংগঠন শিবির ঢাবি ক্যাম্পাসে গোপন তৎপরতা শুরু করে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতিতে সদস্যদের নামে ডায়েরি, ক্যালেন্ডার ও স্টিকারসহ বিভিন্ন বইপত্র উপহার হিসেবে পাঠায়। এ ছাড়া বিভিন্ন হলে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা ছদ্মবেশে ছাত্রদল সেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটিগুলোতে পদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।